The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সংস্কৃত অলংকার সাহিত্যে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ: আনন্দবর্ধন, মম্মট ও জগন্নাথের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক প্রতিফলন

Mallika Biswas
M.A in Sanskrit, Jadavpur University, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400024*

Abstract

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে কাব্যতত্ত্ব একটি বহু আলোচিত বিষয়। কাব্যের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে নানারকম মতভেদ পাওয়া যায় যা চিরন্তন কৌতূহলের বিষয়। কালক্রমে বিভিন্ন আচার্য্যগণ নিজস্ব তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বর্তমানে সেই কাব্যের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কাব্যজগতের তিনস্তম্ভ ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন, সমন্বয়বাদী আচার্য মম্মট ভট্ট এবং রসবাদী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ আলোচিত হয়েছে।

আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ধ্বনির প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্যঞ্জনার ভিত্তিতে কাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন (ধ্বনিকাব্য ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য) এবং ঘোষণা করেন ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, তদব্যতীত কাব্যপদবাচ্য হবে না। পরবর্তীকালে একাদশ শতকে মম্মট ভট্ট ধ্বনিকে সমর্থন করেন এবং কাব্যের পূর্বকৃত ভেদ দুটিকে অগ্রে রেখে গুণ ও অলংকারের চমৎকারিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে চিত্রকাব্যকে কাব্যের তৃতীয় বিভাগে স্থান দিলেন। এই সিদ্ধান্তই তাঁর মৌলিকতার পরিচয় বহন করে। সপ্তদশ শতকে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রসের আদলে 'রমনীয়তা'র ধারণা প্রবর্তন করেন। তাঁর মৌলিক সংযোজন হল উত্তমোত্তম কাব্য এবং তিনি বাচ্যচিত্র ও শব্দচিত্রের পৃথকীকরণ করেন। এখানে গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপিত হল যে বহুবছরের পুরোনো তাত্ত্বিক শব্দগুলি পাঠকসমাজে প্রাসঙ্গিক এবং তা কাব্যসৌন্দর্যের ভার সমানভাবে বহন করে।

Keywords: *কাব্যাত্মা নির্ণয়, ধ্বনিকাব্য, রমণীয়তা, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যের তুলনামূলক মতভেদ*

ভূমিকা

'কাব্য' শব্দটি শোনা মাত্রই আমাদের পাঠককুলের যেমন কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, তেমনি তার ভাবগাম্ভীর্যতা আমাদের মনে উদ্বেগের কারণ হয়। কাব্যপাঠ মনকে আনন্দ দেয় ঠিকই, কিন্তু এর দূরভেদ্যতা অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। আসলে কাব্য মানে নিছকই শব্দ ও অর্থের চাতুর্য্যময় প্রতিযোগীতা নয়, এর গভীরে আছে ভাব, রস ও মাধুর্য্যতা আরো কত কী? নামে কাব্য শব্দটি ক্ষুদ্র হলেও এর বিস্তৃতি অনেকখানি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি থেকে পন্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত দীর্ঘকাল জুড়ে আলংকারিকগণ তার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

'কাব্য' আসলে কী? কাব্য বা সাহিত্য হল কবির রচনা। কাব্যের কর্তাই হল কবি। বলা হয়েছে – **"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেক: প্রজাপতি:।"** কাব্যের স্রষ্টা হলেন কবি, কবির সৃজনই হলো কাব্য। 'কাব্য' শব্দটি ঋগ্বেদে পরিচিত। একাধিক মন্ত্রে এর প্রয়োগ রয়েছে। **'আ দেবানামভব: কেতুরগ্নে মন্দ্রী বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্'।** কাব্যের ভাষা নিত্য ব্যবহার্য ভাষার থেকে পৃথক। যার ফলে লোকোত্তর আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে, যা পুত্র সন্তান জন্মের থেকেও অধিক রমণীয়। **"রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা।"** কাব্য জগৎ সৌন্দর্য ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ যা অত্যন্ত চমৎকৃতি আনয়নে সক্ষম।

কাব্য বা সাহিত্য শুধু আমাদের পরম্পরাই নয়, এটি আমাদের জীবনের চরম প্রয়োজন। কাব্য যশ, অর্থ ও ব্যবহারসহ জীবনের নৈতিক মতাদর্শকে যেমন গুছিয়ে দেয়, তেমনি কর্তব্য – অকর্তব্য মঙ্গল - অমঙ্গলের দ্বারও খুলে দেয়। আর কাব্যের যেটি

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পরম উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বলা যায় তা হল শ্রবণ বা পঠনের সাথে সাথেই পরমানন্দ প্রাপ্তি। কাব্য যেমন কান্তার ন্যায় আকর্ষণ করে, তেমনি বলে – **'रामादिवद्वर्त्तितव्यं न रावणादिवदित्युतपदेशम्।'** কাব্যের এই চরমানন্দ প্রাপ্তি হলে সহৃদয়ের নিকট লৌকিক ও অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট হয়। এই আনন্দপ্রাপ্তি কোনো লৌকিক বিষয়প্রাপ্তি নয়, এর স্বাদ লোকোত্তর।

কাব্য সৌন্দর্য্যের রহস্য অনুসন্ধানের পথে প্রায় সকল আলঙ্কারিকই গমন করেছেন, তা সত্ত্বেও সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়। ভামহ শব্দার্থের সহভাবকে কাব্য বলেছেন **"शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्"।** আবার বামনের মতে রীতিই কাব্যের আত্মা। আনন্দবর্ধন ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা হিসেবে স্বীকার করেছেন। ভামহ, দণ্ডী প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ কাব্যে দেহবাদীমত পোষণ করেছেন। কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের নাগাল তারা পাননি।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ নিছকই একটি তালিকামাত্র নয়, বরং এটি কাব্যসৌন্দর্য্যের রহস্য উন্মোচনে সক্ষম। অর্থাৎ, কাব্যাত্মার সাথে সাক্ষাতের উপায়। গুণ, অলংকার, রীতি প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয় সেই অন্তর্নিহিত অনবদ্য সৌন্দর্য্যকে গৌণ করতে পারে না। বরং সেই অলৌকিক চমৎকৃতির স্বাদে সহৃদয় বিলীন হয়ে যায়। নবম শতকে আনন্দবর্ধনই প্রথম কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং সেটি শরীরবাদী নয়, বরং আত্মবাদী। তিনি বলেন -**"काव्यस्यात्मा ध्वनिः।"** পরবর্তীতে ধ্বনিবাদকে জোড়ালো করতে আসেন মম্মটাচার্য্য। বলা চলে তিনি আনন্দবর্ধনের যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন ধ্বনিতত্ত্বের সমর্থক এবং অন্যতম একজন কাব্য শ্রেণীবিভাগ কর্তা। মাঝে দীর্ঘকাল যাবৎ এ বিষয়ে কোনো মূল্যবান বক্তব্য পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতকে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্যের সাথে কাব্যের চারটি ভাগ করেন, যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও যুক্তিসংগত।

উপরিউক্ত তিনজন পণ্ডিতই তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জোড়ে কাব্যবিভাগ করেছেন। আমি প্রণম্য তিনব্যক্তির কাব্যশ্রেণী বিভাগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হবো।

বিষয়ের পর্যালোচনা

বর্তমানে আলোচ্য বিষয়টি হল কাব্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আনন্দবর্ধন, মম্মট ও জগন্নাথের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। পূর্বে যে সমস্ত আলোচনা পাওয়া যায় তা আলঙ্কারিকদের নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র। তবে এই তুলনামূলক আলোচনা সংখ্যায় কম। পূর্ববর্তী আলোচনাগুলি থেকে পাওয়া যায় আনন্দবর্ধন ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, মম্মট শব্দ ও অর্থের সমন্বয়কে গ্রহণ করেছিলেন এবং জগন্নাথ মেনেছেন রসের প্রাধান্যতা।

আমি 'ধ্বন্যালোক', 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থগুলিকে অবলম্বন করে, তিনজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করব। এই লেখার প্রয়োজনীয়তা হল কাব্যবিভাগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, তার ভিত্তি ও বর্তমান দিনে প্রাসঙ্গিকতা।

উদ্দেশ্য

আলোচ্য বিষয়টির উদ্দেশ্য হল পাঠককে কাব্যসৌন্দর্য্যের গর্ভে প্রবেশ করানো, অন্তরে সেই নান্দনিকতা উপলব্ধি করা। বিষয়টির সারবত্তা গ্রহণ করা। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বলে যাওয়া কথাগুলো যে শুধুমাত্র বইয়ের ভাষা নয়, বরং ধ্বনি, শব্দ, অর্থ, রমণীয়তা, ভাব ও চমৎকৃতি আমাদের পরম্পরার সাথে মিশে রয়েছে সেই সীমানার সন্ধান দেওয়া।

মূল আলোচনা

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্ব

নবম শতকের আনন্দবর্ধন ছিলেন নোনের পুত্র। তিনি কাব্যের আত্মা অনুসন্ধানের পথপ্রদর্শক। তাঁকে বিপ্লবী বললেও ভুল হবে না, কারণ ধ্বনির প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই সম্ভব হয়েছিল। ধ্বনিতত্ত্ব তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয় -**"बूधैः काव्यतत्त्वविद्भिः, काव्यस्यातामा ध्वनिरिति संज्ञितः।"** এর পূর্বে ধ্বনিবাদী তেমন কাউকে নির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। ধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আনন্দবর্ধনই বৈয়াকরণদের কাছে ঋণ স্বীকার করেন। আনন্দবর্ধনের কাব্য মূলত ব্যঞ্জনা নির্ভর। তিনি শব্দের তিনটি শক্তির মধ্যে ব্যঞ্জনা শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ব্যঞ্জক শব্দ বা অর্থ থেকে ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের প্রকাশ হয় –

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिः।" তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন কবি বাচ্যার্থের অন্তরালে কীভাবে ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত তৈরি করেন। ধ্বনিকার বলেন,

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥

অর্থাৎ, বাচক শব্দ বা বাচ্যার্থ নিজেকে অপ্রধানীভূত বা গৌণ করে, ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রধান করে বা প্রকাশ করে তাই ধ্বনি। তিনি ধ্বনিকে তিনভাগে ভাগ করেন - বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি **वस्त्वलंकाररसभेदेन त्रिधा ध्वनिरत्र श्लोके असेमद्गुरुभिर्व्याख्यातः।** বস্তু ও অলঙ্কার ধ্বনি রসধ্বনিতেই পর্যবসিত হয়। আনন্দবর্ধন ধ্বনির যে লক্ষণটি করেছেন তা থেকে বোঝা যায় তিনি দুই ধরনের কাব্যভেদ স্বীকার করেছেন। প্রথমটি ধ্বনিকাব্য ও দ্বিতীয়টি গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য। এমনটা নয় যে গুণীভূতব্যঙ্গ্যে ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ মাত্র নেই। সেখানে ব্যঙ্গ্যের আংশিক সংস্পর্শ আছে কিন্তু এই ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শ কাব্যে চারুত্ব সৃষ্টি করে না। অলংকারের নৈপুণ্যতা, গুণ, রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি এই কার্য করে। যেখানে ধ্বনি অপেক্ষা অলংকারের সৌন্দর্য্যই প্রধান, তাই ধ্বনিকারের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এর স্থান।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যকে ধ্বনিকার দ্বিতীয় স্থান দিলেন কেন? বলা যেতে পারে, আনন্দবর্ধনের কাব্য শ্রেণীবিভাগের মূল হল ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি। তাই প্রতীয়মান অর্থের চারুত্বের প্রাচুর্য্যতা যেখানে তার স্থানই সর্বাগ্রে। আর যেখানে ব্যঙ্গ্য গুণীভূত ও বাচ্য - বাচকের সৌন্দর্য্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ আছে মাত্র, অতএব এর স্থান দ্বিতীয়। কারণ ব্যঙ্গ্যের স্পর্শব্যতীত কাব্য হতে পারে না। কাব্য ও অকাব্য নির্ণয়ে ব্যঙ্গ্যার্থই মানদণ্ড।

আনন্দবর্ধন চিত্রকাব্যের কথা উল্লেখ করলেও স্বীকার করেননি। চিত্রকাব্য দুই প্রকার, একটি শব্দচিত্র (শব্দালংকার প্রধান), অপরটি অর্থচিত্র বা বাচ্যচিত্র (অর্থালংকার প্রধান)। ধ্বনিকারের মতে এই দুই ধরনের কাব্যে শব্দ ও অর্থের যে বৈচিত্র্য তা গভীর নয়। অতএব এই শ্রেণীর কাব্য অধম কাব্য। কারণ এটি প্রতীয়মান অর্থরহিত বরং শব্দ ও অর্থালংকারে পরিপূর্ণ।

তিনি এই শ্রেণীর কাব্যকে 'কাব্যপ্রতিরূপক' বলেছেন। তার কারণ এরা দেখতে কাব্যের মতো হলেও এখানে 'কাব্যাত্মা' ধ্বনি বিদ্যমান নেই। তাই আনন্দবর্ধন একে সরাসরি কাব্যবিভাগের মধ্যে রাখেননি। তিনি বলেন **"तदेतत् काव्यप्रतिरूपकं शब्दार्थचित्रं च द्विविधं प्रथमं व्यङ्ग्यार्थसंस्पर्शरहितं व्यवस्थितम्।"** আনন্দবর্ধনের পূর্বে বামনাচার্য বলেছিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য', সেই প্রসঙ্গে তিনি কাব্যে অলংকার অপেক্ষা গুণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার পরবর্তীতে আনন্দবর্ধন বলেন যাদের কাছে ধ্বনি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই বা যারা ধ্বনিতত্ত্বকে বোধগম্য করতে পারেনি তারাই রীতির প্রবর্তন বা সমর্থন করেন, **"अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद् यथोचितम्। अशक्नुवद्भिर्व्याकर्तुं रीतयः संप्रवर्तिताः॥"** কাব্যের মূল উপাদান হিসেবে ধ্বনির গুরুত্ব কতখানি তা বোঝাতে বলেন, যা শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করে কিন্তু কাব্যের প্রাণ রসাশ্রিত নয়, তাই চিত্র কাব্য। **'रसादिषु विवक्षा तुसात् तात्पर्यवती यदा। तदा नास्त्येव तत् काव्यं ध्वनेर्यत्र न गोचरः।'** অতএব মুখ্য হোক বা গৌণ, কাব্যে ধ্বনির অবস্থান অনিবার্য, নচেৎ তা কাব্য নয়।

মম্মটের কাব্যতত্ত্ব

আনন্দবর্ধন গৃহের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মম্মট তার রূপকার। মম্মট ছিলেন কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত এবং 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের স্রষ্টা। তিনি নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে কাব্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর মনের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি নতুন কোনো মতাদর্শ না দিলেও তাঁকে 'সমন্বয়বাদী আচার্য্য বলা হয়। তাঁর গ্রন্থ বহু চর্চিত এবং বহু সমালোচিত, তৎসত্ত্বেও তিনি ধ্বনিপ্রতি - প্রস্থাপক পরমচার্য্য' নামে পরিচিত। নবম শতকে আনন্দবর্ধন স্বয়ং প্রভূত ধ্বনিবিরোধী মতের খণ্ডন করেছিলেন। তৎব্যতীতও ধ্বন্যালোকে আমরা বহু ধ্বনিবিরোধী মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেগুলো অভিনবগুপ্তও 'লোচন' টীকায় খণ্ডন করতে সমর্থ হননি। কিন্তু মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে সেই মতের যুক্তিপূর্বক উচ্ছেদ করেছেন। পরবর্তীতে ধ্বনিবিরোধী মতবাদ তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

মম্মট স্বরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে বলেন দোষরহিত, গুণযুক্ত আবার কোথাও অলংকারশূন্য শব্দ ও অর্থ হল কাব্য **"तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि।"** শব্দ ও অর্থ মিলিত হয়েই কাব্য। আবার কখনও তা অলংকারযুক্ত বা শূন্যও হতে পারে,

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তাতে কাব্যত্বহানি ঘটবে না। অতএব শব্দার্থ কাব্যপদবাচ্য হয়েছে কিনা তা বিচার করার জন্য দোষ, গুণ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ শিলাভট্টারিকা দ্বারা রচিত যে শ্লোকটি গ্রন্থাকার উপস্থাপিত করেছেন সেখানে বিভাবনা ও বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে। 'কারণ' না থাকলে যেখানে কার্যোৎপত্তি হয়, সেখানে বিভাবনা অলংকার হয়। এখানে বর, উপকরণের অভাব থাকার সত্ত্বেও উৎকণ্ঠার উৎপত্তি হয়েছে। আবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উৎকণ্ঠা কার্য উৎপন্ন হয়নি বলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখানে অলংকার হয়েছে, কিন্তু অলংকার দুটি স্ফুট হয়নি। মম্মট কাব্যরচনায় শব্দার্থ উভয়কেই একত্রে গ্রহণ করেছেন। শব্দ অর্থের আশ্রয়, তাই 'শব্দ' আগে ও 'অর্থ' পদটি পরে হয়। তবে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ মম্মটের এই কাব্যলক্ষণ সমর্থন করেননি।

শ্রেণীবিভাগ

ধ্বনিকারের অনুসরণেই মম্মট কাব্যবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে রাখেন উত্তমকাব্য বা ধ্বনিকাব্যকে, এবং দ্বিতীয়তে স্থান দেন মধ্যম বা গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যকে। পরবর্তী ভেদ স্বীকার মম্মটের মৌলিকত্ব। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি রাখেন অধম বা চিত্রকাব্যকে। অতএব তিনি মোট তিনশ্রেণীর কাব্যভেদ করেন। উত্তমকাব্য - এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন –

इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः॥

অর্থাৎ, বাচ্য অপেক্ষা কাব্যে ব্যঙ্গ্য অধিক চমৎকৃত হলে, পণ্ডিতগণ তাকে 'ধ্বনিকাব্য' আখ্যা দেন। উদ্ধৃত শ্লোকে ব্যঞ্জনা হল 'তুমি সেই নায়কের নিকট রমণার্থে গিয়াছিলে' – এই ব্যঙ্গ্যার্থে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে 'অধম' পদের দ্বারা। বাচ্যার্থ এখানে ম্লান হলেও ব্যঙ্গ্যার্থ সম্ভোগকার্য্য অর্থাৎ রমণার্থে সম্ভোগজাত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। এই ব্যঙ্গ্যার্থেই রসের বোধক হয়েছে। অতএব এটি বাচ্য অপেক্ষা অতিশয়িত ব্যঙ্গ্যার্থ ও ধ্বনিকাব্য (কাব্যপ্রকাশ, ১/৪ উদাহরণ)

দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হল ক্রমানুসারে গুণীভূতব্যঙ্গ্য। গ্রন্থাকার বলেন, **"अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्।"** লক্ষণেই বলা হয়েছে ব্যঙ্গ্য 'সেইরূপ' না হলে অর্থাৎ, পূর্বে ধ্বনিকাব্যের ন্যায় অতিশয়িত না হয়ে অনতিশয়িত হয়, তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য। ব্যঙ্গ্য ও বাচ্যের উৎকর্ষ দুই ধরনের হতে পারে – এক, বাচ্য যেখানে ব্যঙ্গ্যের সমতুল্য। দুই, ব্যঙ্গ্য যেখানে বাচ্যাপেক্ষা ন্যূন হয় সেখানে। যুক্তি দিলেন —

ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्।
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया॥

গ্রামতরুণকে দেখে তরুণীর মুখচ্ছায়া ম্লান হল। ব্যঙ্গ্যার্থ হল, নিভৃতে মিলিত হওয়ার সংকেত দিয়েও তরুণী সেখানে উপস্থিত হতে পারেনি, কিন্তু তার প্রিয় সেখানে গিয়েছিল এবং হাতে করে প্রমাণস্বরূপ অশোকমঞ্জরী এনেছে। এই বাক্যে ব্যঙ্গ্যার্থ খুবই স্পষ্ট যা বুঝতে ক্লেশ নেই এবং বাচ্যার্থের কাছে ন্যূন। তরুণীর মলিন মুখচ্ছায়া এতটাই স্পষ্ট যে তার যেতে না পারাটা এখানে ফুটে উঠেছে। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ গভীর বা রহস্যময় না হওয়ার দরুন এটি গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের আখ্যায় ভূষিত হয়েছে।

মম্মটের স্বকীয় ভাবনা হল চিত্রকাব্য। যে কাব্য ব্যঙ্গ্যশূন্য হওয়ার সত্ত্বেও শব্দ ও অর্থবৈচিত্র্যযুক্ত তাই অধমকাব্য। **"शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्।"** মূলত শব্দবৈচিত্র্য ও অর্থবৈচিত্র্যযুক্ত উভয়কেই মম্মট এই এক শ্রেণীতে রেখেছেন। লক্ষণে প্রতিপাদিত 'चित्रम्' শব্দের অর্থ হল গুণ ও অলংকারযুক্ত। **'अव्यङ्ग्यम्'** কথার অর্থ হল প্রতীয়মানার্থ অস্ফুট। 'শব্দবৈচিত্র্যম্' যেখানে শব্দের বৈচিত্র্য বা চমক আছে, 'বাচ্যচিত্রম্' বাচ্যার্থের বৈচিত্র্যসম্পন্ন। শব্দালংকার যেমন— যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি। আবার অর্থালংকার হল— উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক ইত্যাদি। প্রথম শ্লোকটি শব্দালংকারের ও বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে, শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ও ওজঃগুণসম্পন্ন এবং দ্বিতীয় শ্লোকটি অর্থালংকারের উৎপ্রেক্ষালংকার সমন্বিত বংশস্থবিলম্ব ছন্দ ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন। মূলত মম্মটের দৃষ্টিতে যদি কোনো কাব্যে গুণালংকাররহিত ও প্রতীয়মানার্থ অস্ফুট হলে সেটিও অধমকাব্যের আওতায় এসে যায়। এখানেই ধ্বনিকারের সাথে মম্মটের মতভেদ। আনন্দবর্ধন যেখানে ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থশূন্য বলে চিত্র কাব্যকে কাব্যভেদ হিসেবে মানতে চাননি সেখানে মম্মট গুণালংকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাদের চিত্র কাব্য নাম দিয়েছেন। আরো বলেছেন প্রতীয়মানার্থ স্ফুট না হলে তাও অধম কাব্য হবে। এটিই তাদের দুইজনের মতপার্থক্য।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জগন্নাথের রসতত্ত্ব

পূর্ব কথানুযায়ী আলোচনার শেষালংকারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। তাঁর জন্ম সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে। পিতা পেরুভট্ট ও মাতা লক্ষ্মী। তাঁর রচনা 'রসগঙ্গাধর'। কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে তিনি প্রসিদ্ধ গতির বিপরীতমুখে হেঁটে 'রমণীয়তা' কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই রমণীয়তাই কাব্যপাঠককুলকে লোকোত্তর আনন্দের সম্মুখীন করে। তিনি কাব্যের সংজ্ঞা করেন – **'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।'** অর্থাৎ, রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দ কাব্য। এই রমণীয়তা হল লোকোত্তর আহ্লাদের জনক যে জ্ঞান তার বিষয়। অর্থাৎ, যা লোকোত্তর আহ্লাদের জনক তাই রমণীয়। ইহলৌকিক যে সমস্ত কামনার জিনিস তার প্রাপ্তি কখনোই রমণীয়তার জন্ম দিতে পারে না। কারণ তা একান্তই লৌকিক, যেমন - তোমায় ধন দান করব। সহজ কথায়, লোকোত্তর আহ্লাদের জনক চমৎকারিত্বযুক্ত শব্দই কাব্য। জগন্নাথের কাব্যবিভাগ পূর্বাচার্যদের থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বাচার্যদের তিন প্রকার কাব্যভেদকে তিনি চার প্রকারে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই কর্য্যের পশ্চাতে যে যুক্তি আছে, তা হল আনন্দবর্ধন, মম্মট প্রভৃতি আচার্য্যগণ ধ্বনি বা উত্তমকাব্যকে যে কাব্যশ্রেণীর প্রথমে রেখেছেন, তা রাখা চলে না। তিনি ধ্বনিকে যেমন স্বীকার করেননি তেমন অগ্রাহ্যও করেননি। তাঁর মতে ধ্বনিই সব নয়।

জগন্নাথ চার প্রকারের কাব্যভেদ - উত্তমোত্তম, উত্তম, মধ্যম ও অধম **"तच्चोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्विधा।"** তাঁর বিভাগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নৈপুণ্যতাসম্পন্ন। প্রথম প্রকার সম্পর্কে বলা হল যেখানে বাচক শব্দ ও বাচ্যার্থ গুণীভূত হয়ে কোনো একটি অর্থকে প্রকাশ করে তাই উত্তমোত্তম কাব্য -

"शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्।"

এই উত্তমোত্তম কাব্যভেদটি জগন্নাথের নিজস্ব সংযোজন। তবে আনন্দবর্ধন ও মম্মট এই প্রকার কাব্যকেই উত্তম কাব্য বলেছেন। তাঁরা ব্যঞ্জনাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করলেও, জগন্নাথ রমণীয়তা ও চমৎকারিত্বের অন্তরালে রসকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গ্রন্থে যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে নায়কের সমস্ত মনোবাসনা পূরণে অসমর্থ কোনো এক নায়িকা তার নায়কের নিকট শয়নপূর্বক, তার মুখপদ্মকে অবলোকন করেছে। এখানে নায়িকাশ্রিত নায়ক বিষয়ক রতিই অভিব্যক্ত হয়ে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়েছে। বাচ্যার্থ শারীরিক মিলন নয় বরং নায়িকার মনে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা অস্থিতর প্রেমের একটি গভীর রসাত্মক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই রসধ্বনির চমৎকারিত্বের কারণেই জগন্নাথ এর স্থান দিয়েছেন অগ্রে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে মম্মটের উত্তমকাব্য জগন্নাথের কাছে উত্তমোত্তম হল কীভাবে? প্রকৃতপক্ষে দুজনেই ধ্বনিকাব্যের কথা বলছেন। বস্তুত মম্মট ব্যঞ্জনার ওপর ভিত্তি করে ভেদ করলেও জগন্নাথ এই শ্রেণীতে রসের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মম্মট মতে, বাচ্যার্থের থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর চমৎকার হলে তাই উত্তমকাব্য। পণ্ডিতরাজের মতে, যেখানে শব্দ ও অর্থ উভয়েই গৌণ হয়ে কেবল একটি অলৌকিক, চমৎকারিত্ব ব্যঙ্গ্য বা রস প্রকাশ করে তাই উত্তমোত্তম কাব্য। মম্মট যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থকে চমৎকারজনক বলেছেন, জগন্নাথ সেখানে রসধ্বনিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যঙ্গ্যার্থকে চরম চমৎকৃতির জনক বলেছেন। রসই জগন্নাথের প্রধান অস্ত্র। দ্বিতীয় প্রকার কাব্যভেদ হল **"यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सञ्चमत्कारकारणं तद्द्वितीयम्।"** অর্থাৎ, যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অপ্রধান হয়েও চমৎকৃতির ভার বহন করে তাই উত্তমকাব্য। উত্তমোত্তম ও উত্তমকাব্যের সূক্ষ্ম ভেদটিই হল চমৎকৃতির জনক হওয়ার সত্ত্বেও প্রধান অপ্রধানের ব্যবধান। রসগঙ্গাধরে জগন্নাথ যা দেখিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র সীতাবিরহরূপ বহ্নিজ্বালায় সন্তাপিত হয়ে বানরগণ পর্বতশিখরে সুখশায়িত, সীতার কুশল সংবাদ নিবেদন করায় হনুমানের প্রতিকুপিত হল। এখানে বাচ্যার্থ বানরগণের কোপ ব্যঙ্গ্যার্থ রামচন্দ্রের শীতলতার থেকে প্রধান কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যঙ্গ্যার্থ চমৎকৃতির জনক। হনুমানকর্তৃক সীতা সংবাদ আনয়ন রাঘবের জ্বালা নিবারণ করেছে এবং বানরগণের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় ক্রোধের কারণ হয়েছে। অতএব রাঘবের জ্বালাপ্রশমনরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্য সিদ্ধির সহায়ক ও গুণীভূত হয়েছে (রসগঙ্গাধর, প্রথমানন)। ব্যঙ্গ্য অপ্রধান হওয়ার সত্ত্বেও নিজের চমৎকারিত্ব হারিয়ে ফেলেননি। **"गुणीभूतमपि दुर्दैववशतः दास्यमनुभवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति।"** অর্থাৎ, ভাগ্যহীনা রাজমহিষী যেমন দাসত্বপ্রাপ্ত হয়েও নিজের আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে না, আংশিক প্রকাশিত হয়। ঠিক তেমনি রামচন্দ্রের শীতলতা এখানে নিজের চমৎকৃতি ত্যাগ করেনি। এই সূক্ষ্ম ব্যবধানের কারণে জগন্নাথ এর স্থান করেছেন দ্বিতীয়, কারণ ব্যঙ্গ্যার্থ নিজে অপ্রধান হয়েও বাচ্যার্থকে প্রধান হতে সাহায্য

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

করেছে। অতএব এই পর্যন্ত যা প্রদর্শিত হল যে মম্মট যেখানে এই শ্রেণীর কাব্যকে মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেখেছেন, সেখানে জগন্নাথ একে যথেষ্ট উচ্চমানের মনে করেন।

রসের আদলে জগন্নাথের তৃতীয় প্রকার ভেদ হল মধ্যমকাব্য। মম্মট যেখানে বাচ্যচিত্র বা অর্থচিত্র ও শব্দচিত্র উভয়কেই অধম নামে চিহ্নিত করেছেন, জগন্নাথ তাদের আলাদা আলাদা ভেদ স্বীকার করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব অস্ফুট এবং বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব তার তুলনায় স্ফুটতর সেখানে মধ্যম কাব্য হবে (রসগঙ্গাধর, প্রথমানন)। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে সমান নয়, বাচ্যার্থ উৎকৃষ্ট এবং ব্যঙ্গ্যার্থ অপকৃষ্ট। এর পশ্চাতে পণ্ডিতরাজের যুক্তি হল, যমুনা বর্ণনা। যমুনা ভাগীরথীর সখী। ভাগীরথী পুত্র অন্বেষণের জন্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সমুদ্র হিমালয়ের বাহুর ন্যায়। উপমেয় ভাগীরথী উপমান বাহুরূপে কল্পিত হওয়ায় উৎপ্রেক্ষালঙ্কার। আলোচ্য বাক্যে গঙ্গার শ্বৈত্য এবং পাবনত্ব ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীত কিন্তু এটি বাচ্যচমৎকৃতির অন্তরে গুনীভূত। জগন্নাথ এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কাশ্মীর দেশীয় নায়িকার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ ঢাকা পড়ে যায় কুঙ্কুম অনুলেপনের দ্বারা। অতএব এই প্রসঙ্গে নায়িকার কুঙ্কুম হল বাচ্যার্থ, বাচ্যচমৎকৃতির অন্তরালে ব্যঙ্গচমৎকৃতি অস্ফুট, তাই এটি মধ্যম শ্রেণীর কাব্য।

ব্যঙ্গ্যার্থের অভাব থাকায় আনন্দবর্ধন এই শ্রেণীকে স্বীকৃতি দেননি। মম্মট এক্ষেত্রে কিছুটা স্বকীয় হয়েছেন। ব্যঙ্গ্যশূন্য বলে বাচ্যচিত্র ও শব্দচিত্রকে অধম শ্রেণীর আখ্যা দিয়েছেন। ব্যঙ্গ্যার্থ নেই এমনটা বলা চলে না। ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ ব্যতীত কাব্যসৃষ্টি হবে না, ব্যঙ্গ্য যতই সামান্য হোক না কেন। লক্ষণে 'অব্যঙ্গ্যম্' শব্দটি দিয়ে মম্মট বোঝাতে চেয়েছেন 'স্ফুটপ্রতীয়মানার্থরহিত'। মম্মট একে সবচেয়ে নীচু স্তরের কাব্য মেনেছেন, কিন্তু জগন্নাথ মাঝারি শ্রেণীর কাব্য মেনেছেন। মম্মট মতে, এটি ব্যঙ্গ্যার্থহীন কেবল শব্দ ও অলঙ্কারযুক্ত কিন্তু জগন্নাথ মতে, এতে অর্থ ও বর্ণনার চমৎকারিত্ব থাকে। মম্মট মনে করতেন ব্যঙ্গ্যার্থ নেই মানে গুণহীন আবার জগন্নাথ মানতেন বর্ণনার চমৎকারিত্ব থাকলে তা গুণহীন হতে পারে না, অধম তো নয়ই। যদি শুধুমাত্র কথার চমৎকারিত্ব ও অলঙ্কার দিয়ে পাঠক আনন্দ পায়, তবে তা অধম হবে না।

জগন্নাথের সর্বশেষ কাব্যবিভাগ হল শব্দপ্রধান অধমকাব্য। মম্মট একে বাচ্যচিত্রের সাথে সহবস্থান করালেও জগন্নাথ তা করেননি। যেখানে অর্থচমৎকৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট শব্দচমৎকৃতি প্রধান, তাই অধমকাব্য **"यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं तदधमं चतुर्थम्।"** এই শ্রেণীর কাব্যে অর্থচমৎকৃতি থাকলেও তা আলাদা করে প্রকাশিত হয় না, এটি শব্দচমৎকৃতিকে পূর্ণতা দান করে। উদাহরণস্বরূপ, **"मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे। गोत्रारिगोत्रजगाय गोत्रात्रे ते नमो नमः॥"** এখানে শিব অথবা বিষ্ণুকে নমস্কার করা হয়েছে এবং 'त्र' এই ব্যঞ্জনসংঘের বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে। অর্থের চমৎকৃতি নয় বরং এখানে শব্দের মাধুর্য্যই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করেছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আনন্দবর্ধন, মম্মট ও জগন্নাথের মধ্যে সাদৃশ্য হল তিনজনেই কাব্য সৌন্দর্য ও রসকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাদের বৈসাদৃশ্য বেশী আকর্ষণীয়। আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে অঙ্গ মেনে ব্যঞ্জনার ওপর ভিত্তি করে এই বিভাগ করেছিলেন, মম্মট তাঁর অনুসরণ করেও কিছু নিজস্বতার প্রমাণ রেখেছেন। শব্দার্থ ও ব্যঞ্জনার ভরে তিনি বিভাগ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং জগন্নাথের লক্ষ্য ছিল রসের আদলে চমৎকারিত্ব।

জগন্নাথের কাব্যভেদ স্বীকার করলে কিছু অর্থালঙ্কার যেমন - সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, পর্যায়োক্ত প্রভৃতি অলঙ্কার যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও স্বল্প চারুত্ব অনুভূত হয়, সেখানে উত্তমকাব্য। ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে গৌণ। মম্মটের ভেদানুযায়ী এগুলি অধমকাব্য হয়ে যায়। আবার আনন্দবর্ধন স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন **"समासक्तयाक्षेपपर्यायोक्त्यादिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनैव तत्त्ववस्थानाद् गुणीभूतव्यङ्ग्यता निर्विवादैव"** অর্থাৎ, সমাসোক্তি, আক্ষেপ, পর্যায়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের উদাহরণ। জগন্নাথও সমাসোক্তিকে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ভেদরূপে স্বীকার

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

করেছেন - **यतः समासोक्ति-व्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रसंसालङ्कारनिरुपणेन कियन्तेऽपि गीभूतव्यङ्ग्यभेदास्तैरेव निरुपिताः**[26] অর্থাৎ, এই সমাসোক্তি প্রভৃতিকে উত্তমকাব্য হিসেবে নির্বাচন করা উচিত। আবার যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ জাগ্রত নয় তা মধ্যমশ্রেণীর কাব্য হবে। যেমন - উল্লেখ, ভ্রান্তিমান প্রভৃতি অলঙ্কার।

ফলাফল

আনন্দবর্ধন যেখানে ধ্বনি দিয়ে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, মম্মট সমন্বয় করেছিলেন এবং জগন্নাথ রসসৃষ্ট চমৎকারিত্বের আশ্রয় নিয়ে তাকে একটি অনন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনজন আচার্যই রসের প্রধান্যতা স্বীকার করেছেন। কাব্যসৃষ্টিতে রসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভরতমুনি বলেছেন - **'न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते'**। আনন্দবর্ধনও স্বীকার করেছিলেন বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার ধ্বনি রসধ্বনিতেই পর্যবসিত হয়, সুতরাং রসই কাব্যের আত্মা। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' (সাহিত্যদর্পণ, প্রথম পরিচ্ছেদ)। যেহেতু রসই কাব্যের মুখ্য তাই এর পরিপ্রেক্ষিতেই কাব্যের দোষ, গুণ ও অলঙ্কার নির্ণয় করা হয়। তাই মম্মট বলেছেন - **"ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्य्यादय इवात्मनः। उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः। उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्। हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥"**

নবম শতকে দাঁড়িয়ে আনন্দবর্ধন ছিলেন একজন নতুনত্বের পথপ্রদর্শক। তাঁর আগে অলঙ্কার ও রীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। তিনিই প্রথম ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তি শক্ত করেন। যার ওপর ভর করে পরবর্তীতে মম্মট জগন্নাথসহ আলঙ্কারিকগণ নিজস্ব যুক্তি রেখেছেন। যে বীজ ধ্বনিকার বপন করেছিলেন মম্মটাচার্য্য ছিলেন তার ধারক ও বাহক। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক অনেক জটিল, মম্মট নিজস্ব গুণে সেই তত্ত্বের সুসংহত ও সুশৃঙ্খলিত রূপদান করেন। ধ্বনিতত্ত্বের প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা মম্মটের হাত ধরেই। যুক্তি ও সূক্ষ্মতার বিচারে জগন্নাথ অনন্য। বলা বাহুল্য মম্মটের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা সেই গাছটির পরিপক্ক ফল দান করেন জগন্নাথ।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত আলংকারিকগণ কাব্য শরীর থেকে আত্মায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। কালক্রমে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বনি' জগন্নাথের 'রমণীয়তা'র মাত্রায় পৌঁছেছে। বোঝা যায় গুণ, ধ্বনি, অলঙ্কার, রমণীয়তা হাজার হাজার বছরের বস্তাপুরনো তাত্ত্বিক শব্দ নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাক্যালাপ করা হয়, যার সবসময় একটি মাত্র অর্থ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কথাগুলো একের অধিক অর্থ বহন করে। যেমন প্রচলিত বাক্য 'সূর্য অস্তমিত হল' — এখানে এই বাক্যটি কর্মরতদের গৃহে ফেরাবে, শিশুদের পাঠের ইঙ্গিত দেবে এবং একজন প্রেমিককে তার প্রিয়তমার সাথে সাক্ষাতের সংকেত দেবে। এই ব্যঞ্জনাগুলি বাস্তবিক জীবনের সাথে বহুল পরিচিত। কবির এই বাক্য শোনা মাত্রই প্রেমিকের মনে যে বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাতের আশা জন্মাবে, সেটিই তাকে লোকোত্তর আহ্লাদের স্বাদ এনে দেবে। এখানেই কবির ব্যঞ্জনা মিশ্রিত রমণীয়তা যা পাঠকের জীবনের প্রাসঙ্গিকতা।

Reference

মুখোপাধ্যায়, ড: বিমলাকান্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার (সম্পাদক), "ধ্বন্যালোক", প্রকাশক - দেবাশিস ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, পরিমার্জিত সংস্করণ - ২০২১।

মুখোপাধ্যায়, ড: বিমলাকান্ত ও পাল, ড: বিপদভঞ্জন (সম্পাদক), "কাব্যপ্রকাশ", প্রকাশক - দেবশিস ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ - ১৪১৭।

ঘোষ, বিদ্যুৎ বরণ, "রসগঙ্গাধর", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, প্রথম প্রকাশ - ২০১৯।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, "ধ্বন্যালোক", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী, "কাব্যদর্শ", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, দ্বিতীয় মুদ্রণ - সেপ্টেম্বর, ২০১৮/ বি।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, "সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র: তত্ত্ব ও সমীক্ষা", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর, ২০১২/ সি।

চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী, "অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ - শ্রী পঞ্চমী ১৪২০।

মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, "কাব্যতত্ত্ব-বিচার", প্রথম খণ্ড - 'ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, সংস্করণ - ১৯৮৮।

বসু, ড: অনিল চন্দ্র, "কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, সংস্করণ - ১৯৭৭।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026